গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-০২ শাখা
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.moind.gov.bd

নং-৩৬.০০.০০০০.০৮৩.২২.০০১.১৪ ।৯৮১ তারিখঃ ০২-০৭-২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ হালনাগাদকরণে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।

সূত্রঃ আইএমইডি/সিপিটিইউ/নীতি নির্ধারণ/২২৬/২০১১ (অংশ নথি)-১০২৮, তারিখ ২১/০৬/২০১৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ হালনাগাদকরণে তাঁর দপ্তর/ সংস্থার মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক (৫ পৃষ্ঠা)।

০২/০৭/১৫
(মোহাম্মদ নাজমুল হক)
সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫১৯৫৩
ই-মেইলঃ acpl1@moind.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বিসিআইসি/ বিএসএফআইসি/ বিসিক/ বিএসইসি, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, বিএসটিআই/ বিটাক/ বিআইএম/ বিএবি, ঢাকা।
৩। রেজিষ্ট্রার, পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। পরিচালক, এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। প্রধান বয়লার পরিদর্শক, বয়লার অফিস, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। উপ-সচিব, (বাজেট ও হিসাব), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম-প্রধান এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা, (যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অফিস কপি।

বিসিআইসি
ডায়েরী নং ...
তাং ০৫/০৭/১৫
পরিচালক (অর্থ)
পরিচালক (উঃ ও গঃ)
পরিচালক (বাণিজ্যিক)
পরিচালক (প্রঃ ও বাঃ)
পরিচালক (কা ও প্রঃ)
সচিব
চীফ অব পার্সোনেল (সি ও পি)
ঊর্দ্ধতন মহাব্যবস্থাপক
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)
সিপিটিইউ ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং- আইএমইডি/সিপিটিইউ/নীতি নির্ধারণ/২২৬/২০১১-৬৮২ তারিখঃ ২১/০৪/২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ সংশোধন প্রসংগে।

সূত্রঃ (১) ০৪.০০.০০০০.৩১১.০৬.১০৭.১৫.১৩৯(২); তারিখ: ১৭/০২/২০১৫ খ্রিঃ
(২) ২৭.০৭২.০৩১.০১.০০.০০৯.২০১৪/১২২; তারিখঃ ১৮/০৩/২০১৫ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা, সমআচরণ ও অবাধ প্রতিযোগীতা নিশ্চিত করে অর্থের অর্থমূল্য (Value for money) অর্জনের নিমিত্তে আইনী কাঠামো হিসেবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ বিগত ৩১/০১/২০০৮ হতে কার্যকর আছে। আইন ও বিধিমালা জারীর পর থেকে ক্রয় প্রক্রিয়া অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন এবং বিধিমালায় সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

২। উল্লেখ্য, ১৬/০২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) টি বিষয়ে আইন ও বিধি হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত	পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী ব্যাখ্যা
১। সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়্যার পণ্য না-কি বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা হিসাবে গণ্য, সেই সম্পর্কে অস্পষ্টতা রহিয়াছে। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত পরিপত্রসমূহে এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধানে ইহার স্পষ্টীকরণ সমীচীন হইবে।	ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত কম্পিউটার সফটওয়্যার (Off the shelf), internet-এর মাধ্যমে সরাসরি update হলে তা পণ্য। যেমন windows professional 8.1, ms office 13 ইত্যাদি। কম্পিউটার সফটওয়্যার কোন পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনের নিরিখে নতুনভাবে প্রস্তুত করা হলে তা বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা হিসাবে গণ্য হবে। কম্পিউটার পণ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা একত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডারের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যে পণ্য বা বুদ্ধিবৃত্তিক সেবার মধ্যে পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী হলে ক্রয়টি পণ্য অথবা সেবার মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী হলে ক্রয়টি সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে আইন ও বিধিতে পণ্য এবং পরামর্শক সেবার সংজ্ঞায় সংশোধনী আনা যেতে পারে।
২। সরকারি ক্রয় আইন ও বিধিমালার আরও কতিপয় বিষয় বাস্তবতার আলোকে সংশোধন ও যুগোপযোগীকরণের প্রয়োজন রহিয়াছে। যথা-দরদাতা কর্তৃক অবাস্তব মূল্যহার উদ্ধৃত করিবার কারণে কোন কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতার সৃষ্টি হয়।	পিপিআর, ২০০৮ এর ১৬(৫) বিধি অনুযায়ী ক্রয়কারী, প্রত্যেক অর্থ বৎসরের শুরুতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রত্যাশিত তহবিল প্রবাহের বিষয়টি বিবেচনাক্রমে, কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং প্রাক্কলিত ব্যয় (cost estimate) বাৎসরিক ভিত্তিতে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে হালনাগাদ করবে। পিপিআর, ২০০৮ এর ১৬(৫ক) বিধি অনুযায়ী উপ-বিধি (৫) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, ক্রয়কারী দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল চূড়ান্তকরণের পূর্বে বা দরপত্র বা প্রস্তাব আহ্বানের পূর্বে কোন নির্দিষ্ট ক্রয়ের দাপ্তরিক ব্যয় (official cost estimate) প্রস্তুত করবে। পিপিআর, ২০০৮ এর ১৬(৫খ) বিধি অনুযায়ী উপ-বিধি (৫ক) এ প্রস্তুতকৃত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (official cost estimate) কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত প্রাক্কলিত ব্যয় হতে অধিক হলে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এবং অধিক না হলে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)
সিপিটিইউ ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং- আইএমইডি/সিপিটিইউ/নীতি নির্ধারণ/২২৬/২০১১ (অংশ নথি)-১০২৮- তারিখঃ ২১/০৬/২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ সংশোধন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ক্রয় প্রক্রিয়াকে অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য গত ১৬/০২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ হালনাগাদ) করার নিমিত্ত গৃহীত উদ্যোগের আওতায় ২১/০৪/২০১৫ তারিখের আইএমইডি/সিপিটিইউ/নীতিনির্ধারণ/২২৬/২০১১-৬৮২ পত্রের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আইন/বিধিতে সংশোধন/সংযোজন সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়েছিল (কপি সংযুক্ত):

(১) সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়্যার পণ্য না-কি বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা হিসেবে গণ্য;
(২) দরদাতা কর্তৃক অবাস্তব মূল্যহার উদ্ধৃত কবিরার কারণে কোন কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা;
(৩) সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানীর ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ প্রযোজ্যতা;
(৪) জাতীয় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা (পূর্ত) এর ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা নির্ধারণ;
(৫) কোম্পানীর অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে Delegation of Financial Power ব্যবহার;
(৬) আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের ক্ষেত্রে এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি প্রবর্তন;
(৭) সরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নিজস্ব আয়কে 'পাবলিক মানি' হিসেবে গন্য করা।

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত (১)-(৭) ক্রমিকের **বিষয়সমূহসহ** পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও পাবলি প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ধারা/বিধিতে সংশোধন, অন্য কোন বিষয় সংযোজন ও স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন হলে ত যৌক্তিকতাসহ **১৬/০৭/২০১৫** তারিখের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট মতামত প্রেরণের ত নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ ২১/০৪/২০১৫ তারিখের পত্র (৪ পৃষ্ঠা)

অতিরিক্ত সচিব (অধি ও আইন)
ডাইরি নং ৬২৬
তাং ২৩/৬/১৫
উপ-সচিব (অধি)
উপ-সচিব (আইন)
পি,ও
অতিরিক্ত সচিব (অধি ও আইন)

(মোঃ ফারুক হোসেন)
মহাপরিচালক
ফোন: ৯১৪৪২৫২-৫৩

বিতরণঃ
কার্যার্থেঃ
১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব .....মন্ত্রণালয়/বিভ

সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ
১। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২। মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রি মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সিপিটিইউ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

সিদ্ধান্ত	পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী ব্যাখ্যা
৩। সরকারি মালিকানাধীন যেই সকল প্রতিষ্ঠান কোম্পানী আইনের আওতায় নিবন্ধিত, ইহাদের ক্ষেত্রে এই পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ প্রযোজ্য হইবে কিনা, উহা অধিকতর স্পষ্টিকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।উক্ত আইন ও বিধি সংশোধনকালে এই বিষয়টিও বিবেচনা নেওয়া যাইতে পারে।	**পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬** এর আইনের **প্রয়োগ ও প্রযোজ্যতা শিরোনামে ৩ (খ) ধারায়** বর্ণিত রয়েছে যে, কোন সরকারী, আধা-সরকারী বা কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ে এবং **৩ (গ)** ধারায় বর্ণিত রয়েছে যে, কোন কোম্পানী, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত, সরকারী তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬' প্রয়োগ করতে হবে; -যা স্পষ্ট।

৩। উপরন্তু বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর থেকে অনুরোধের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে আইন ও বিধি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছেঃ

(ক) জাতীয় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা (পূর্ত) এর ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা নির্ধারণঃ আইন ও বিধিতে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের চাইতে অতিমাত্রায় (বেশী) ও অস্বাভাবিকভাবে কম সর্বনিম্নদর পাওয়া গেলে কি পদক্ষেপ নিতে হবে সেটি ১৬(৫), ১৬(৫ক), ৯৮(১৩), ৯৮(২৩), ৯৮(২৪) বিধিসমূহে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যেহেতু বাজার গতিশীল ও বাজার মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠানামা করে এবং তা পূর্ব থেকে সুনির্দিষ্ট করা যায় না সেহেতু আইন ও বিধিতে দরপত্র আহ্বানের পূর্বে বাস্তবসম্মত দাপ্তরিক দর নির্ধারণ করা এবং মূল্যায়ন কালে প্রয়োজনে বাজার মূল্য যাচাই করে মূল্যায়নের বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উর্ধ্বসীমা/নিম্নসীমা প্রয়োগ সঠিক হবে কি-না মতামত প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, ২.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত LTM ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা ± ৫% নির্ধারণ করা আছে।

(খ) কোম্পানীর অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে Delegation of Financial Power ব্যবহারঃ কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্প গ্রহণ, ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচন, ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও বিভিন্ন অনুমোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়।

কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী, সরকারী তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ ও পিপিআর প্রযোজ্য হবে (আইনের ধারা-৩(গ))। তবে ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হয় বিধায় এ বিষয়ে গত ১৯-০৩-২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা হয়েছে। সভার আলোচনা অনুযায়ী বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

(গ) আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের ক্ষেত্রে এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি প্রবর্তনঃ ৬৮ক বিধির সংস্থান অনুযায়ী (১) টার্ণ-কী চুক্তি বা বৃহদাকার প্লান্ট স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তির (যথা-প্রক্রিয়াকরণ স্থাপনা সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ বা বৃহদাকার কার্য বা যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিনির্দেশ, কার্যের হিসাব সম্বলিত বিবরণ (Bill of Quantities) বা আবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ সম্বলিত বিবরণ (Schedule of Requirement), ডিজাইন ইত্যাদিসহ পূর্ণাঙ্গ দরপত্র দলিল প্রণয়ন করতে ক্রয়কারী সক্ষম হলে, তিনি ধারা ৩২ এর উপর উপ-ধারা (১) এর দফা (গগ) এর বিধান অনুসারে বর্তমানে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

বিভিন্ন দাতা/উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমনঃ বিশ্বব্যাংকের ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাংকের ক্রয় পদ্ধতিতে Single Stage Two Envelope ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার হয় না। অপরদিকে Asian Development Bank (ADB) এর ক্রয় প্রক্রিয়ায় Single Stage Two Envelope ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ আছে। অনুরূপ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ***আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রে এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের সংস্থান আইনে প্রবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংশোধনের আবশ্যকতা রয়েছে।***

(ঘ) সরকারী তহবিলঃ পিপিএ-২০০৬ এর ৩(৩৩) ধারায় 'সরকারি তহবিল অর্থ সরকারী বাজেট হতে ক্রয়কারীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ, অথবা কোন উন্নয়ন সহযোগী বা বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থা কর্তৃক সরকারের মাধ্যমে ক্রয়কারীর অনুকূলে ন্যস্ত অনুদান ও ঋণকে' সংজ্ঞায়িত করা হলেও সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোম্পানী যেমনঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিটিসিএল ইত্যাদি সরকারি তহবিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

সিদ্ধান্ত	পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী ব্যাখ্যা
	কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিম্নে হন) কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (official cost estimate) সীলগালা করে রাখবে, যা দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়নের সময় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত করা হবে। বর্ণিত প্রক্রিয়ায় ক্রয়কারী দরপত্র বা প্রস্তাব আহ্বানের পূর্বে কোন নির্দিষ্ট ক্রয়ের দাপ্তরিক ব্যয় (official cost estimate) প্রস্তুত না করায়, প্রকল্পের DPP এর প্রাক্কলিত ব্যয় (cost estimate) বাৎসরিক ভিত্তিতে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে হালনাগাদ না করায়, দরদাতা কর্তৃক অনেক ক্ষেত্রেই বাজার মূল্যে মূল্যহার উদ্ধৃত করলেও তা উর্দ্ধ/নিম্ন মূল্যহার মনে হয়; আবার অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উর্দ্ধ/ নিম্ন মূল্যহার উদ্ধৃত করার কারণেও কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতার সৃষ্টি হয়। **দরদাতা/প্রস্তাবদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত অবাস্তব উর্দ্ধ/নিম্ন মূল্যহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব মূল্যায়ন কমিটির।** **পিপিআর, ২০০৮ এ নিম্ন মূল্যহার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধি রয়েছে যা নিম্নরূপঃ** **(১) পিপিআর, ২০০৮ এর ৯৮(১৩):** দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি যদি নির্ধারণ করে যে, দরপত্র মূল্য ভারসাম্যমূলক ভাবে উদ্ধৃত করা হয় নাই, তা হলে উক্ত কমিটি দরপত্রদাতাকে দরপত্র মূল্যের পূর্ণাঙ্গ বিভাজন প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে এবং কোন কার্যের একক দরের ফ্রন্ট লোডিং এর ক্ষেত্রে, কার্য-সম্পাদন জামানত বিধি-২৭(২) অনুযায়ী ২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করতে পারবে। **(২) পিপিআর, ২০০৮ এর ৯৮(২৩):** দরপত্রদাতা যদি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূল্য উদ্ধৃত করে কোন দরপত্র দাখিল করে, তা হলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য পুনঃপরীক্ষা করাসহ উক্ত কম মূল্য উদ্ধৃত করার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানপূর্বক উক্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে বিবেচনা করবে, যদি- (ক) ইহা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, দরপত্রদাতা অনভিজ্ঞ ও দরপত্রমূল্য সঠিকভাবে উদ্ধৃত করতে সক্ষম হয় নাই; বা (খ) দরপত্রদাতা কম মূল্য উদ্ধৃত করার সমর্থনে যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ প্রদর্শন করতে না পারে। **(৩) পিপিআর, ২০০৮ এর ৯৮(২৪):** যদি দরপত্রদাতা সংশ্লিষ্ট দরপত্র সংক্রান্ত কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার কারণে কম মূল্য উদ্ধৃত করে থাকে, তা হলে উক্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে এবং তদানুসারে উক্ত দরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। **পিপিআর, ২০০৮ এ উর্দ্ধ মূল্যহার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধি রয়েছে যা নিম্নরূপঃ** পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর ৯৮ (২৫) বিধিতে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে দরপত্র মূল্যায়নের পর যদি পরিলক্ষিত হয় যে, সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্য দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য বা নির্ধারিত বাজেট বা উভয়ক্ষেত্র হতে বেশি হয়, কিন্তু উহা বিদ্যমান বাজার মূল্যের গ্রহণযোগ্য মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা হলে প্রয়োজনীয় বাজেট প্রাপ্তিসাধ্য করা সাপেক্ষে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি উক্ত দরপত্র গ্রহণ বা ক্রয়কারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ব্যাপ্তি হ্রাসের নির্দেশ প্রদানের বা চুক্তিমূল্য হ্রাসে সহায়ক হবে এইরূপ ঝুঁকি ও দায়িত্বের পুনঃবন্টন সুপারিশ করে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করতে পারবে মর্মে বর্ণিত রয়েছে।

হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারী অবকাঠামো, জনবল ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে নিজস্ব তহবিল গড়ে তোলে। এ আয় উক্ত প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব আয় বলে দাবি করলেও সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উক্ত আয় সরকারি আয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। এ বিষয়টিও স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন রয়েছে এবং সরকারী তহবিলের সংজ্ঞা বিস্তৃত করে উক্ত রূপ আয় ও সরকারী তহবিল হিসেবে গণ্য হবে মর্মে আইন ও বিধিতে সংশোধনীর আবশ্যকতা রয়েছে।

৪। উল্লেখ্য যে, ক্রয় প্রক্রিয়ায় আইন ও বিধি স্পষ্টীকরণ/সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন/পরিমার্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এমতাবস্থায়, এ প্রক্রিয়ায় উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহসহ অন্য কোন বিষয় সংযোজন/স্পষ্টীকরণ/পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে তার যৌক্তিকতাসহ আগামী ১০/০৫/২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মহাপরিচালকের পক্ষে

২১/০৪/২০১৫

(পারভীন আকতার)
পরিচালক (সমন্বয়), যুগ্ম-সচিব
ফোনঃ ৯১৪৪২৫২-৫৩

বিতরণঃ
কার্যার্থেঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব .....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ

১। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২। মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রি মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। সহকারী পরিচালক (সমন্বয়), সিপিটিইউ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সিপিটিইউ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৬। অফিস কপি।